The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 13, No. 25-26, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

নিরক্ষর ব্যক্তির ভাষা সাক্ষরতা অর্জনে এন্ড্রাগোজির ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সৈয়দা আতিকুন নাহার*

Abstract : Literacy is about the acquisition and use of reading, writing and numeracy skills that means ability to continue to learn without the aid of others. To be an autonomous learner, language literacy is very important while learning is a life-long process and it is a precondition for knowledge based society. Unfortunately, many people (about 26%) in our country are illiterate, they don't know how to read and write. In this regard literacy program for illiterate adults is arranged using different andragogic methods, while; traditional teaching methods and techniques are not appropriate for adults. Language literacy process of adults can be different as well as complex in terms of people's characteristices. This paper reviews the concept and scope of literacy on national and international documents. It looks shortly the evolving of the concept of Andragogy and at the overall scenario of adult literacy initiatives. It examines the andragogic methods and approaches innovated through field experience during the implementation of literacy activities for illiterate adult in context of Bangladesh.

চাবি শব্দ : সাক্ষরতা, ভাষা দক্ষতা, ভাষা সাক্ষরতা, শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি, পেডাগোজি, এন্ড্রাগোজি।

একটি দেশের সামগ্রিক এবং 'বহুমাত্রিক উন্নয়ন' (ইসলাম, ২০১৮) কর্মকান্ডের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত, সচেতন, স্বাস্থ্যবান ও কর্মের উপযোগী দক্ষতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদ বলে মনে করেন অনেক অর্থনীতিবিদ। হার্বিসন ও মায়ার্স (১৯৬৪) তাদের 'Education, Manpower and Economic Growth: Strategies of Human Resource Development' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি সমাজের সকল ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা ও কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকে বুঝায় । মানব সম্পদ উন্নয়নে সমন্বিত কৌশলের মধ্যে অন্যতম কৌশল হিসেবে

* সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিবেচনা করা হয় 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ' কে (লতিফ, ২০১৩)। এছাড়া সাক্ষরতা (শিক্ষা) মানব সম্পদ উন্নয়ন নির্ণয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক (শেখ, ২০১৭)। ইউএনডিপি এর উদ্ভাবিত মানব উন্নয়ন সূচক তিনটির (যেমন জীবন যাত্রার মান, গড় আয়ু ও জ্ঞান) মধ্যে জ্ঞান বা শিক্ষা পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করা হয় বয়স্কদের সাক্ষরতার হার (ইসলাম, ২০১৮)। সুতরাং একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্দেশক হিসাবে সাক্ষরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'উন্নয়নশীল দেশে সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন একীভূত রূপ লাভ করেছে' (মালেক, ২০১৮)। মানব সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে ও অভিজ্ঞতার অলোকে দেখা যায়, সাক্ষরতা (Literacy) অর্জনের পূর্বে ও পরের সমাজের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। কারন হিসেবে বলা যায়, একজন সাক্ষর ব্যক্তি যোগাযোগ স্থাপনে অধিকতর সক্ষম, সচেতনতায় তীক্ষ্ণধী এবং পরিবেশের উপর অধিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী (লতিফ, ২০০৩ : ২৯)। অপরদিকে একজন নিরক্ষর (Illiterate) ব্যক্তি সবদিক থেকে অসুবিধাগ্রস্থ এবং আধুনিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন (লতিফ, ২০০৭)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একজন সাক্ষর ও নিরক্ষর ব্যক্তির মধ্যকার প্রধানতম পার্থক্য হচ্ছে ভাষা সাক্ষরতা (Language Literacy) ও গণিতিক দক্ষতার। বর্তমানে সাক্ষরতা শুধু মানব সম্পদ উন্নয়নের চাবিকাঠি নয় মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবেও প্রাধান্য পেয়ে আসছে (লতিফ, ২০০৩ : ৩০)। ইউনেস্কো কর্তৃক গঠিত প্রথম শিক্ষা কমিশনের রির্পোটে বলা হয় 'পরিপূর্ণ মানুষ হবার জন্য চাই জীবনভর শিক্ষা' (Faure, 1972)। অর্থাৎ আগামী দিনের সমাজ হতে হবে জীবনভর শেখার সমাজ (Life long learning society)। যেখানে স্কুল-কলেজই শুধু নয় সমাজের নানা প্রতিষ্ঠানকে সব মানুষের শিক্ষার আয়োজনে অংশ নিতে হবে। পরবর্তীতে একুশ শতকের শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন এর রির্পোটে (১৯৯৬) বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকের 'নিজের নিজের শেখার উপরে' (Delors, 1996)। 'যে ব্যক্তি ভাষা দক্ষতা সূচারুরূপে আয়ত্ব করতে পেরেছে সেই ব্যক্তি নিজে নিজে শেখার বা স্ব-শিখন দক্ষতা অর্জন করেছে এবং অর্জন করেছে জীবন ব্যাপী শিক্ষার্জনের হাতিয়ার' (লতিফ, ২০১৩ : ১৪)। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ (Knowledge based society) গঠন করতে হলে ভাষা-সচেতনতা (Language awareness) একান্ত প্রয়োজন। কারণ ভাষা হচ্ছে জ্ঞানের অন্যতম বাহন। 'জ্ঞান-শাণিত হয়, তীক্ষ্ণ হয়, তীব্র হয়, স্বয়ং-প্রসারিত হয় ভাষার মাধ্যমে' (মুসা, ২০১৭ : ১৮) ।'শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে অন্যান্য বিষয় সমূহে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করাও কষ্টকর' (মামুন, হক ও মাসুদুজ্জামান ২০১৩)। 'শিক্ষার্থীদের বিষয়-দক্ষতা প্রমান করতে হলে ভাষা দক্ষতার মাধ্যমে তা প্রমান করতে হবে' (মুসা, ২০১৭ : ৬৯)। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ হাফিজুদ্দীন শেখ 'ছোটদের বাংলা শেখানো'- গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ভাষাকে ব্যবহার করার ক্ষমতা না থাকায় অন্যান্য জীব শুধুমাত্র দৈহিক জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে, আমরা ভাষার মাধ্যমে আমাদের বুদ্ধি ও ভাবকল্পনার পরিচর্যা করে আমাদের মনোজগত সৃষ্টি করতে পারি' ।তাই জ্ঞান চর্চার পরিসর হতে হবে মাতৃভাষার

মাধ্যমে। 'মাতৃভাষায় জ্ঞান চর্চার যে ভাষিক সুবিধা থাকে অপর ভাষায় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সে সুবিধা থাকে না' (মুসা, ২০১৭:১৮)। উপরিউক্ত তথ্যের আলোকে এটি বলা যায় যে, স্বতফূর্ত ভাবে শিখনের জন্য ভাষার দক্ষতা অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিশুদের শিক্ষাদান ও বয়স্কদের পাঠ পরিচালনা কখনো এক হতে পারে না (হাবিবুর রহমান, ২০১৮)। তাই বলা যায় ভাষার দক্ষতা অর্জনে শিশু এবং বয়স্কদের শিক্ষণ শিখনপদ্ধতি ও কৌশলের (Teaching Learning Method and Technique) মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠী যারা মাতৃভাষায় পঠন লিখনে দক্ষ নয় বা ভাষাসাক্ষরতা (Language Literacy) অর্জন করতে পারেনি, কিংবা অর্ধ-সাক্ষর, সেসকল বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ভাষাসাক্ষরতা (Language Literacy) প্রদানের জন্য যে পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তার একটি পর্যালোচনা বিবৃত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পঠন লিখন দক্ষতা তথা ভাষাসাক্ষরতা অর্জন করানোর নিমিত্তে এন্ড্রাগোজির যে সকল পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভব হয়েছে তার একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি মূলত ডকুমেন্ট স্ট্যাডি ভিত্তিক। দ্বৈতীয়ক তথ্য উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এদেশে সাক্ষরতা চর্চার পরিসর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সাক্ষরতা চর্চা ও প্রচেষ্টার উপর তথ্য নির্ভর প্রত্র পত্রিকা, প্রবন্ধ নিবন্ধ, বই ইত্যাদি প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা আছে। এমনকি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাষা সাক্ষরতা কেন্দ্রিক তথ্য খুবই সংক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি হালনাগাদ তথ্য পাওয়া দুস্কর ছিল। পাশ্চাত্যে এন্ড্রাগোজির উপর যেভাবে গবেষণা হয়েছে এদেশে সেভাবে বিস্তৃত পরিসরে হয়নি। তবে ক্ষুদ্র পরিসরে ও এলাকা ভিত্তিক নিরক্ষর বয়স্ক জনগোষ্টির উপর পরীক্ষামূলক অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। সে সকল কার্যক্রমের আলোকে প্রাপ্ত রিপোর্ট, অভিজ্ঞতা নির্ভর লেখনি, প্রবন্ধ এবং লেখকের বাস্তব মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতাকে এ প্রবন্ধের তথ্য উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনলাইন উৎস বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। গবেষণা কর্মটির তথ্য- বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন মূলত বর্ণনামূলক।

প্রবন্ধের পর্যালোচনায় যাওয়ার পূর্বে সাক্ষরতার (Literacy) ধারণা ও পরিধি, ভাষা-সাক্ষরতার (Language Literacy) ধারণা ও পরিধি এবং এন্ড্রাগোজিক তত্ত্ব (Theory of Andragogy) সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

সাক্ষরতার ধারণা ও পরিধি

'শিক্ষার প্রথম পাঠ হলো সাক্ষরতা (Literacy)। খুব সাধারণ অর্থে সাক্ষরতা অর্থ অক্ষর চিনে পড়তে পারা, লিখতে পারা ও হিসেব-নিকেশ করতে পারা। যাকে

ইংরেজীতে বলে 3Rs (reading, riting, and rithmetic) (লতিফ, ২০০৭ : ৭)। 'সাক্ষরতার সাধারণ ধারণা অনুযায়ী মাতৃভাষায় পড়তে, লিখতে, দৈনন্দিন হিসাব করতে এবং তা লিখে রাখার ক্ষমতাই হলো সাক্ষরতা' (শিক্ষাকোষ,২০০৩ : ৩৬৮)। শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আবু হামিদ লতিফ তার শিক্ষা, শিখন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ গ্রন্থে একজন সাক্ষর ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে বলেন, 'সাক্ষরতার মাধ্যমে মাতৃভাষার দক্ষতা ও হিসেব নিকেশের ক্ষেত্রে কমপক্ষে দেশের প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির সমমানের যোগ্যতা অর্জন করবে এবং দৃশ্যমান সামগ্রী যেমন পোস্টার, চার্ট, ছবি আলোকচিত্র ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে পারবে'। 'পরিচিত বিষয় ও প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু পড়তে ও লিখতে পারার দক্ষতা ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জন এবং সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখতে দৈনন্দিন জীবনে এই দক্ষতাগুলো ব্যবহার করতে পারা' কে সাক্ষরতা হিসেবে অভিহিত করেছে গণসাক্ষরতা অভিযান (লতিফ, ২০০২)। এর বিপরীত অবস্থায় অর্থাৎ অক্ষর জ্ঞানহীন মানুষকে নিরক্ষর (Illiterate) বলা হয়। মাতৃভাষায় লেখা পড়ে বুঝতে না-পারা, কথা শুনে বুঝতে না-পারা, দৈনন্দিন হিসাব মৌখিক ও লিখিত ভাবে করতে না পারার অবস্থাকে বলা হয় নিরক্ষরতা বা 'Illiteracy' (শিক্ষাকোষ, ২০০৩ : ৩৬৮)।

দিনে দিনে সাক্ষরতা ধারণার ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের সম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সাক্ষরতার ধারণা প্রদানে ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরী বলেন, 'Literacy is about reading the word instead of reading the world (Freire, 1972)। পাওলো ফ্রেইরী প্রদত্ত সংজ্ঞা সাক্ষরতার ব্যপক ধারণাকে প্রকাশ করে। সাক্ষরতা বাস্তবে দক্ষতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। কেবলমাত্র তত্ত্ব জ্ঞানভিত্তিক 'সাক্ষরতা লাভ যথেষ্ট নয়, নানা ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। এ দক্ষতা প্রথমত: ব্যক্তি জীবন, ক্রমান্বয়ে সমাজ জীবন, রাষ্ট্র ও আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে জীবনের মান উন্নয়ন কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রয়োগের নিরিখে সাক্ষরতা বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। ইউনেস্কো ঘোষিত প্রতি বছরের আন্তজার্তিক সাক্ষরতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্যকে বিবেচনা করলেই এটি অনুমেয় হয়; যেমন 'সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন' (Literacy and skill deevelopment, UNESCO, 2018), বহু ভাষায় সাক্ষরতা; উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা (Literacy and multilingualism, UNESCO, 2019), Literacy teching and learning in the covid-19 crisis and beyond, (UNESCO, 2020), Literacy for a human centred recovery; Narrawing the digital divide, (UNESCO, 2021) সুতরাং প্রতি বছরের প্রতিপাদ্যকে বিবেচনা করলেই দেখা যাচ্ছে সাক্ষরতার সাধারণ ধারণার পাশাপাশি এর বহুমাত্রিকতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ থেকে অনুমেয় এই যে, ভাষা সাক্ষরতা এখন অপরিহার্য তো বটেই বরং ভাষা সাক্ষরতা পরবর্তীতে ব্যক্তিকে বহুমুখী সাক্ষরতা ও দক্ষতায় সুসামঞ্জস্য করে তুলতে সাহায্য করে। বাংলাদেশে সাক্ষরতা উন্নয়ন পরিস্থিতি অগ্রসরমান। বিবিএস ২০২০ এর তথ্য মতে বাংলাদেশ বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৭৪.৭০ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশে এখনো

২৫.৩০ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। এই ২৫.৩০ শতাংশ নিরক্ষর বয়স্ক জনগোষ্ঠিকে সাক্ষর করতে হলে এন্ড্রাগোজির উপর গবেষণা ও এর সঠিক প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষা-সাক্ষরতার ধারণা ও পরিধি

ভাষার উপর প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনই হলো ভাষা সাক্ষরতা বা Language Literacy। আর ভাষার প্রাথমিক দক্ষতাগুলি হচ্ছে 'শুনা', 'বলা', 'পড়া' ও 'লেখা'র দক্ষতা। কোন ভাষায় শিক্ষার্থীর এই চারটি দক্ষতার সমষ্টিকে ভাষা-সাক্ষরতা বলে (শিক্ষাকোষ, ২০০৩ : ৬০২)। একজন সাক্ষর ব্যক্তি ভাষার চারটি দক্ষতা: শোনা, বলা, পড়া ও লেখা অর্জন করে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, একটি ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করা একজন নিরক্ষর ব্যক্তি 'শোনা' ও 'বলা' দক্ষতা সত:স্ফূর্তভাবে আয়ত্ব করে, তবে 'পড়া' ও 'লেখা' এ দুটি দক্ষতা তাকে শিখতে হয়। এই শিখন প্রক্রিয়া শিশুদের ও বয়স্কদের জন্য একই রকম নয়। গবেষণায় দেখা গেছে কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন।গণ সাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রকাশিত 'এডুকেশন ওয়ার্চ বাংলাদেশে সাক্ষরতা- প্রয়োজন নতুন ভাবনা' শিরোনামের রির্পোটে (২০০২) সাক্ষরতার চারটি স্তরের সংজ্ঞায়ন করা হয় যা নিম্নরূপ-

> অ-সাক্ষর : বর্ণ ও শব্দ পড়তে ও লিখতে না পারা, গণনা করতে না পারা এবং এ কারণে এ দক্ষতাগুলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে না পারা।
>
> প্রাক্-সাক্ষর : কিছু শব্দ পড়তে ও লিখতে পারা, ন্যুনতম গণনার দক্ষতা অর্জন এবং দৈন্দিন জীবনে এই দক্ষতাগুলোকে খুবই সীমিতভাবে ব্যবহার করতে পারা।
>
> প্রারম্ভিক স্তরে সাক্ষর : পরিচিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত সহজ বাক্যসমূহ পড়তে ও লিখতে পারা, পাটিগণিতের চারটি মৌলিক নিয়মে অঙ্ক কষতে পারা এবং প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত পরিবেশে এই দক্ষতা ও যোগ্যতাগুলো সীমিতভাবে ব্যবহার করতে পারা।
>
> উচ্চতর স্তরে সাক্ষর : বিচিত্র বিষয়াবলী সম্পর্কিত লেখা সাবলীলভাবে পড়তে পারা, এ ধরনের বিষয়াবলী সম্পর্কে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারা, পাটিগণিতের মৌলিক চার নিয়মে দক্ষতা লাভসহ গাণিতিক কার্যকারণ বুঝতে পারা, প্রাত্যহিক জীবনে এই দক্ষতাগুলো ব্যবহার করতে পারা এবং অধিকতর শিক্ষা গ্রহণকল্পে সামগ্রিক সাক্ষরতা দক্ষতাকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারা।

এখানে উল্লেখ্য যে, যারা উচ্চতর স্তরে সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জন করেছেন শুধু তাদেরকে সাক্ষর হিসেবে ধরা হয়।

ভাষা সাক্ষরতার উদ্দেশ্য হলো মানুষের 'পঠন' ও 'লিখন' দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো। ইউনেস্কোর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন নিরক্ষর ব্যক্তি স্ব-নিরর্ভর সাক্ষরতা

অর্জন করতে নির্ধারিত ভাষা দক্ষতার তিনটি স্তর বা পর্যায় অতিক্রম করে। যেমন 'মৌলিক পর্যায়', 'মধ্যবর্তী পর্যায়' ও 'স্ব-শিখন পর্যায়' (APPEAL Training Materials Vol-1)। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, স্ব-শিখন পর্যায়ে ব্যক্তি অন্যের সাহায্য ছাড়া পড়তে ও লিখতে পারে এবং নির্দেশনা বুঝতে পারে। যে দক্ষতাগুলো না জানলে মানুষকে সাক্ষর বলা যাবে না অর্থাৎ ভাষা সাক্ষরতার অপরিহার্য দক্ষতাসমূহ, বংলাদেশের বয়স্ক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষক্রম অনুযায়ী, নিম্নে উল্লেখ্য:

১। মুখের ভাষা ও লিখিত রূপের মিল বা সংযোগ বুঝতে পারা
- বাম থেকে ডানে পড়তে হয় তা জানা
- প্রতিটি অক্ষর বা শব্দের ধ্বনি আছে তা জানা
- প্রতিটি শব্দের অর্থ আছে তা জানা

২। শব্দ চেনা ও তার অর্থ বুঝতে পারা
- শব্দের সূত্র ও উৎপত্তি বুঝতে পারা
- ধ্বনি বিশ্লেষণ করতে পারা অর্থাৎ ধ্বনির সংঙ্গে শব্দ বা অক্ষর মেলাতে পারা
- অক্ষর ও শব্দের চেহারা দেখে চিনতে পারা
- অক্ষর, শব্দ দেখে, শুনে বুঝতে পারা

৩। রেকর্ড রাখতে ও তা ব্যাখ্যা করতে পারা
- নাম, ঠিকানা ও সংখ্যা লিখতে পারা
- সহজ, সরল ঠিকানা ও সংখ্যা লিখতে পারা
- নোট নিতে পারা
- ফর্ম ও রশিদ পূরণ করতে পারা

৪। নির্দেশনা বুঝতে পারা
- দিক নির্দেশনা, রাস্তার ফলক, পোস্টার পড়তে ও বুঝতে পারা
- ওষুধের লেবেল, খাদ্যদ্রব্যেও গায়ে লেখা লেবেল পড়তে পারা এবং তা ব্যবহারের নিয়মকানুন বুঝতে পারা

৫। মূল ভাব খুঁজে বের করতে পারা
- কোন কিছুর পার্থক্য, মিল-অমিল, মূল ঘটনা, তথ্য বা মতামত প্রভৃতি বুঝতে পারা

৬। সাধারণ যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করা (সূত্র: সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, ২০০৫)

জাতীয় সাক্ষরতার জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রমে ভাষা সাক্ষরতার যে মান নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে পড়ার ও লেখার মান নিরুপনে কিছু যোগ্যতার বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-

পড়ার মান	লেখার মান
○ ১৪ পয়েন্টে লেখা বার্তাপত্র পড়তে পারবেন ○ পঠিত বিষয় বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন	○ যেকোন নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্তত এক পৃষ্ঠা লিখতে পারবেন ○ দরখাস্ত ও চিঠিপত্র লিখতে পারবেন ○ সহজ ফর্ম ও রশিদ পূরণ করতে পারবেন ○ সহজ প্রশ্নের লিখিত জবাব দিতে পারবেন

ভাষার প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন কারী একজন ব্যক্তি নব্যসাক্ষর স্তরে উত্তীর্ণ হয়। একজন নব্যসাক্ষর পড়া-লেখা হিসাব ও সমস্যা সমাধানের যে দক্ষতামান অর্জন করে তা ধরে রাখা, বৃদ্ধি ও সুসংহত করার জন্য পর্যায় ক্রমে অনুসারক সাক্ষরতা, সাক্ষরতা উত্তর শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজন হয়। সাক্ষরতা দক্ষতা নিয়মিত অনুশীলন ও প্রয়োগের ফলে নব্যসাক্ষর (Neo-literate) ব্যক্তি স্বশিখন (Self learning) স্তরে এবং এরপর জীবনব্যাপী শিখন (Lifelong learning) স্তরে উপনীত হয়। নিচে চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়।

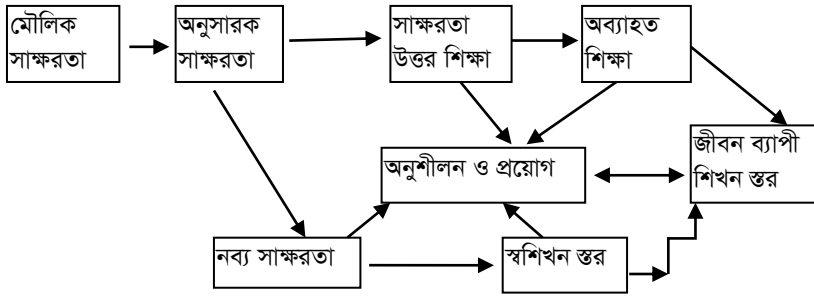

চিত্র ১: নব্যসাক্ষর স্তর থেকে জীবনব্যাপী শিখন স্তরে উপনিত হওয়ার কৌশল

বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ SDG এর একজন স্বাক্ষরকারী সদস্য হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে এদেশে "অন্তর্ভুক্তমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরী করার" লক্ষ্য পূরণ করতে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অন্যতম দর্শন হবে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রগামী হওয়া। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ এখনও যুদ্ধ করছে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের

নিমিত্তে। একুশ শতকে বাংলাদেশে শতভাগ 'সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যে বয়স্কদের শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ায় (এন্ড্রাগোজি) যে প্রচেষ্টা গৃহিত হয়েছে তা এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

এন্ড্রাগোজির ধারণা ও প্রেক্ষাপট

এন্ড্রাগোজি (Andragogy) শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'Andr' যার অর্থ 'Man' এবং 'Agogos' অর্থ 'leader' এর সমন্বয়ে। আক্ষরিক অর্থে 'leader of Man'। আভিধানিক অর্থ অনুসারে এন্ড্রাগোজি বলতে বয়স্কদের শিক্ষাদান পদ্ধতি বা বয়স্ক শিক্ষাতত্ত্ব হিসেবে অভিহিত। এ ধারণার সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানিতে (লতিফ, ২০১৩ : ৬০)। এন্ড্রাগোজি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার করা হয়েছে। এন্ড্রাগোজি শব্দটি উদ্ভাবন করেন ১৮৩৩ সালে জার্মান শিক্ষাবিদ এলেকজেন্ডার কোপ (Henschke, 2009)। এ ছাড়াও আমেরিকার শিক্ষাবিদ Dr. John A. Henschke, Malcom Knowles সহ আরো অনেকে এন্ড্রাগোজি বা বয়স্ক শিক্ষাতত্ত্বের প্রসার ঘটান। এন্ড্রাগোজিকে বয়স্ক শিক্ষা ছাড়াও মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জীবনব্যপী শিক্ষার অংশ হিসেবে দেখা হয়। আমেরিকার শিক্ষাবিজ্ঞানী Knowles (1966) এন্ড্রাগোজিকে Self-directed Learning approach হিসেবে তুলে ধরেছেন। এটি শিক্ষা বিজ্ঞানের একটি শাখা। Oxford Dictionnary-তে Andragogy -কে সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে 'The methods and principles used in adult learners' হিসেবে। শিক্ষাবিদ Malcom Knowles তার 'The Adult Learner : A Neglected Species' গ্রন্থে Andragogy কে বলেছেন 'The theory of adult learning'হিসেবে। একে বয়স্ক শিখন প্রণালীর বিজ্ঞান বা বয়স্ক শিখন কৌশল বিজ্ঞানও বলা হয় (শিক্ষাকোষ, ২০০৩ : ৫২০)। Jost Reischmann (2017) বলেছেন 'Andragogy is the educational discipline, the subject of which is the study of the lifelong and lifewide adult learning and education; it includes education and learning of adults in all its forms of expression'. বাংলাদেশের বিশিষ্ট উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাবিদ ড. আবু হামিদ লতিফ Andragogy কে বলেছেন 'The art of teaching adults বা বয়স্কদের শিক্ষাদান পদ্ধতি। এখানে বয়স্ক বলতে '১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বছরের' ব্যক্তিকে বুঝায়। বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীর থেকে আলাদাভাবে শেখেন। সেজন্য তাদের শিক্ষণ-শিখনের জন্য পৃথক পদ্ধতি প্রয়োজন (লতিফ, ২০১৩ : ৬০)। এর মূলকথা হল পেডাগোজি Padagogy বা শিশু শিখন কৌশল প্রয়োগ করে বয়স্কদের ভাষা শেখানো কষ্টকর। শিশু শিক্ষা পদ্ধতি থেকে কেন বয়স্কদের শিক্ষা আলাদা হবে সে সম্পর্কে বলা হয় In terms of pedagogy, there is excesive use of lecturing and memorizing with little understanding of what is being memorized. Freire describey this situation as one in which the learners are seen as receptactes into which knowledge can be deposited (Yesmin, 2012 : 13). আনুষ্ঠানিক

শিক্ষাদান পদ্ধতির এই ধারণা অনুসারে পড়া এবং লেখা শেখার প্রক্রিয়ায় মানুষকে একটি নিষ্ক্রিয় বস্তু হিসেবে দেখা হয় এবং পাওলো ফ্রেইরি (১৯৭২) এই পদ্ধতিকে 'ব্যাংকিং পদ্ধতি' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই পদ্ধতি বয়স্কদের সাক্ষরতা কার্যক্রমের জন্য নয়।কারন বয়স্ক ব্যক্তি জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তাদের চাওয়া পাওয়া, সুখ দুঃখ, ভাললাগা, মন্দলাগা ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারে। পাওলো ফ্রেইরীর তত্ত্বমতে, তাঁদের (বয়স্কদের) এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে শিক্ষাক্রম, পরিক্ষণ, আলোচনা, পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ সহ সকল শিখন প্রক্রিয়া। এ প্রসংগে Jost Reischmann (2017) তার 'Lifewide learning – Challenges for Andragogy' প্রবন্ধে বলেন 'One of the main differences between traditional children school learning and learning of adults is that adult learning is mostly related to direct and "immediate" use in concrete situations within the context of their life. এন্ড্রাগোজি বা বয়স্কদের শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য Malcom Knowles 'Theory of Andragogy' তে ছয়টি নীতিমালার উল্লেখকরেছেন; যেমন- ১. জানা আবশ্যক : বয়স্কদের জানা দরকার কেন তারা কিছু শিখবে। ২. ভিত্তি : অভিজ্ঞতা (ভুলভ্রান্তিসহ) শিখন কর্মতৎপরতার তৈরি করে। ৩. নিজস্ব ধারণা : বয়স্কদের শিক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা যুক্ত থাকবেন এবং তাঁদের শিক্ষা কর্মসূচির পরিকল্পনা ও মূল্যায়নের সঙ্গে তাঁরা সম্পৃক্ত থাকবেন। ৪. প্রস্তুতি : বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয় শিখতে আগ্রহী। ৫. পরিচিত হওয়া : বয়স্ক শিখন শুধু বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নয়, সমস্যাভিত্তিক। ৬. প্রেষণা : বয়স্করা বাহ্যিক প্রেষণার চেয়ে অভ্যন্তরীণ প্রেষণায় বেশি আগ্রহী (https://educationaltechnology.net/andragogy-theory-malcolm-knowles/)। বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ তাঁদের জীবনযাপন ও অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের ভাষা শিখন কর্মসূচি গড়ে উঠুক এবং শিখনে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হোক- এই ধারণার ওপর উল্লিখিত নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।

ভাষা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এন্ড্রাগোজির বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল

সাধারণ অর্থে বয়স্ক মানুষের শিখন দক্ষতা অর্জনের কলাকৌশলকে বলা হচ্ছে এন্ড্রাগোজি। প্রকৃত পক্ষে ১৫-৪৫ বছরের নারী পুরুষ যারা সঠিক বয়সে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ভাষা-দক্ষতা রপ্ত করার সুযোগ পায়নি তাদের মাতৃভাষা শিক্ষণ শিখনের জন্য ব্যবহৃত হয় বিশেষ পদ্ধতি। বয়স্কদের শিক্ষা শিশু শিক্ষা থেকে আলাদা। শিক্ষাবিদ শামসুল হক তার 'শিক্ষাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে (১৯৮৩) উল্লেখ করেছেন, 'প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার ধরন ধারন, গতি-প্রকৃতি ভিন্ন। যে যার প্রয়োজনে নিজের মত করে শিখতে চায়। একেকটি কাজ বা বিষয় একেক রকম করে শেখাই বয়স্কদের সাধারণ নিয়ম'। 'বয়স্কদের ক্ষেত্রে একজনের চিন্তার সাথে আরেকজনের চিন্তার ও ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। পারিবারিক পরিবেশ ও পারিপাশিক অবস্থা থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ভিন্নতার কারনে ও বয়স্কদের মধ্যে নানাধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়'

(লতিফ, ২০০১ : ৬৪)। আর এ কারণে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ভাষা শিখনে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির কথা ইঙ্গিত করেছেন শিক্ষাবিদগণ। 'বয়স্কদের আছে অভিজ্ঞতা, সংস্কার, আবেগ ও সহযোগীতার মানসিকতা। এগুলিই বয়স্ক শিক্ষার্থীর একদিকে সবলতা অন্যদিকে দুর্বলতাও বটে' (লতিফ, ২০০১ : ৬৮)। বয়স্করা নানামুখি কাজকর্মে নিয়োজিত থাকে। নতুন করে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না তাই কাজ কর্মে অসুবিধা না করে কম সময়ে লেখা পড়া শেখার জন্য তৈরী করা হয়েছে বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশল (শিক্ষাকোষ, ২০০৩ : ৫২০)।বয়স্ক ব্যক্তির শিখন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এ বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশলের প্রসার ঘটেছে। 'বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা - শিক্ষাক্রম প্রসঙ্গে' গ্রন্থে বয়স্ক ব্যক্তির শিখন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে,

- বয়স্করা তাদের শিখন বাছাই করে নেয়, কারণ তারা তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ
- বয়সের সাথে সাথে শিখন প্রক্রিয়া বদলে যায়
- বয়স্করা তাদের নিজস্ব লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য নিজেরা শিখন কৌশল বের করে নেয়,
- তারা যুক্তিপূর্ণ মনের অধিকারি হয়,
- তাদের অনেক বিচিত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকে,
- বয়স্করা তাদেরশিখন প্রয়োজনকে সুশৃংঙ্খল করে নেয়; ইত্যাদি

(সূত্র: মমতাজ লতিফ, ২০০২)

বয়স্ক জনগোষ্ঠী যাদের বয়স ১৫ থেকে ৪৫ বছর তাদের ভাষা-দক্ষতার দ্বিতীয় সুযোগ (Second chance) প্রদানের জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র (Learning center) স্থাপন করা হয়। ১৫ থেকে ২৫ জনের এক একটি শিক্ষাদল (Learning group) গঠন করে একজন ফেসিলিটেটর এর তত্ত্বাবধানে ৬ থেকে ১২ মাসের ভাষা সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কী বিষয় জানা প্রয়োজন; কেন জানা প্রয়োজন, ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষণ শুরু হয়। এই আলোচনা, মতামত, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি থেকে বের হয়ে আসে বাক্য, বাক্য থেকে শব্দ। শব্দ থেকে আলাদা করা হয় বর্ণ ও চিহ্ন। এভাবে পদ্ধতিগত ভাবে ধীরে ধীরে ভাষার বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করানো হয়। নিচে বয়স্ক ব্যক্তির ভাষা সাক্ষরতা প্রদানে যে সকল বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে সে সকল পদ্ধতিসমূহের উপর আলোকপাত করা হলো।

বর্ণ ক্রমিক পদ্ধতি (Alphabetic Method)

বর্ণক্রমিক পদ্ধতি ভাষা শেখার আদি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতেই বয়স্কদের ভাষা শেখার জন্য ব্যবহার করা হতো। বর্ণ পদ্ধতিতে ভাষা দক্ষতা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন শিক্ষাক্রম ছিলো না। বর্ণক্রমিক পদ্ধতিতে বয়স্কদের শব্দ পড়া ও লেখাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ

পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে বর্ণের নাম, তারপর শব্দাংশ, শব্দ এবং সর্বশেষে বাক্য পড়ানো হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূনরাবৃত্তির উপর জোর দেয়া হয়।বর্ণক্রমিক পদ্ধতিতে বয়স্কদের ভাষা শেখানোর জন্য ব্যবহার হলেও এর বহুবিধ দুর্বলতার কারনে এই পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটে।' এ শিখন পদ্ধতি সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো অর্থহীন কতকগুলো বর্ণ দিয়ে লেখাপড়া শুরু করা যেগুলোর সঙ্গে সরাসরি কোন অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর কোন সম্পর্ক নেই (লতিফ, ২০০১ : ৬৯)। এ প্রসঙ্গে ম. হাবিবুর রহমান তার 'বয়স্ক শিক্ষা পদ্ধতির বিবর্তন; প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন 'মানুষের চাইতে বিষয়ই গুরুত্ব পেয়েছে, অর্থাৎ যিনি পড়বেন তার চাইতে যা পড়ানো হবে তাই মূখ্য ছিল'। মুখস্ত করে শেখা তারপর আবার ভুলে যাওয়া কিংবা মুখস্ত পারলেও স্বতন্ত্রভাবে বর্ণ চিহ্নিত করতে না পারা কিংবা বর্ণ চিনলেও শব্দে এর প্রয়োগ করতে না পারার কারনে বর্ণানুক্রমিক এ পদ্ধতিতে ভাষা রপ্ত করা শিক্ষার্থীর নিকট কোন আকর্ষণ থাকেনি (হাবিবুর রহমান, ২০১৮)। বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে শেখার দীর্ঘসূত্রিতা, আকর্ষণহীনতা ও পারিবারিক সহায়তা ছাড়া পড়তে শেখা বা লিখতে শেখা পর্যন্ত এগোনো যায় না। (রহমান, ২০১৭ : ২৯)। বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির এ সীমাবদ্ধতার কারনে বয়স্কদের ভাষা শেখার জন্য নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনে মনোযোগ দেন শিক্ষাবিদেরা।

মুখ্য শব্দ পদ্ধতি(Key word method)

মূখ্য শব্দ পদ্ধতির শাব্দিক অর্থ মুখ্য শব্দের কৌশল। 'শব্দকে কেন্দ্র করে পড়ালেখার তথা ভাষা শেখার যে আবহ তৈরী করে যখন পড়ালেখার কৌশল গড়ে তোলা হয় তখন সেই কৌশলকে মূখ্য শব্দ পদ্ধতি বলে (শিক্ষাকোষ, ২০০৩ : ৬৪৬)। আমেরিকার শিক্ষাবিদ ড. ফ্যাঙ্ক সি. লাওবাক নিরক্ষরতা দূর করার জন্য Each one teach one' শীর্ষক আন্দোলনের সূচনা করেন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে ফিলিপিনস্-এর মিশনারিতে কাজ করার সময় এই শ্লোগান উদ্ভাবন করেন। বয়স্ক ব্যক্তির ভাষা সাক্ষরতার জন্য কি ওয়ার্ড বা শব্দ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে এটি মূখ্য শব্দ পদ্ধতি বা ল্যুবাক মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ পদ্ধতিতে এমন শব্দ নির্বাচন করা হয় যা বিশ্লেষণ করলে নানা রকমের শব্দ তৈরি করা যায়। তখন প্রতিটি শব্দের আদ্যক্ষরকে পরিচিত জগতের কোন বস্তু সামগ্রীর চিত্রের সঙ্গে আকৃতিগত তুলনা করে বর্ণ পরিচয়ের ধারণা দেয়া হয় (লতিফ, ২০০১ : ৬৮) মনে করা হয়, বয়স্ক শিক্ষার্থীরা পরিচিত বস্তু সামগ্রীর আদলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণেরও চেহারা কখনও ভুলে যাবেনা। উদাহরণসরূপ কয়েকটি বর্ণের উপস্থাপনা কৌশল একটি চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

পরিচিত জিনিসের আকৃতি	বর্ণ
কড়ির মত	'ক'
বাহুর মত	'ব'
লতার মত	'ল'
দায়ের মত	'দ'

ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত শব্দ পদ্ধতি খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। এ পদ্ধতি সমালোচনা করে ড. আবু হামিদ লতিফ বলেন, এর বড় দুর্বলতা হলো বর্ণ শেখার ওপর যত গুরুত্ব দেয়া হয় ঠিক ততটা গুরুত্ব ভাষা শেখার অন্যান্য অংশে প্রদান করা হয় না। আর যত কষ্ট করে পরিচিত জগতের বস্তু সামগ্রীর সংঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করা হয় তা প্রকৃত পক্ষে একটি কৃত্রিম আবহ তৈরি করে মাত্র (লতিফ, ২০০১ : ৬৮)।

ধারণা সঞ্চারী শব্দ পদ্ধতি(Entire word method)

সত্তরের দশক থেকে এ দেশে ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিজ্ঞানী পাওলো ফ্রেইরির বিখ্যাত ধারণাসঞ্চারী শব্দ পদ্ধতির ব্যাপক অভিযোজন শুরু হয়। ধারণাসঞ্চারী পদ্ধতির মূল বিষয় হলো এমন একটি শব্দ নির্বাচন করা যায় অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মৌল সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ নির্বাচিত শব্দ থেকে শুরু হবে আলোচনা এবং শিক্ষার্থীদের জীবন ও জীবিকার সমস্যা সম্পর্কে তাদের মাঝে সমালোচনাত্মক চিন্তার উদ্রেক করবে ও এক সময় তাঁরা সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। 'গ্রাম থেকে এমনসব শব্দ সংগ্রহ করে যেগুলো জীবনকে প্রভাবিত করে, এরকম শব্দ গুলির মধ্যে ছিলো টাকা, বাড়ি, দেনা, শোষণ, নাইওর ইত্যাদি' (হাবীবুর রহমান, ২০১৭ : ৩৪০)। পরে এ শব্দ বিশ্লেষণ করে তাঁরা বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হবেন। সবশেষে অধীত বর্ণের সহায়তার তাঁরা শব্দ ও বাক্য তৈরি করবেন এবং জীবনসংলগ্ন অর্থবোধক অনুচ্ছেদ পাঠ করবেন ও লিখবেন।

ধারণা সঞ্চারী শব্দ পদ্ধতিএর তত্ত্বগত ভিত্তি হল পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষা দর্শন। ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি সাক্ষরতাকে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সংযুক্ত করে '৬০ ও ৭০' দশকে পুরো প্রজন্মের সাক্ষরতা আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। এ পদ্ধতিতে বয়স্ক শিক্ষার বিষয় হিসেবে ভাষা সাক্ষরতার পাশাপাশি 'সচেতনতা'র অন্তর্ভুক্তি ঘটে। পড়া, লেখা ও হিসাব-নিকাশের সাথে সমাজ, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করে বয়স্করা। সচেতনতা শিক্ষার মাধ্যমে একজন বয়স্ক শিক্ষার্থী কোন একটি সমস্যাকে সাধারণভাবে গ্রহণ না করে তার যৌক্তিক মূল্যায়ন যেমন ভাল-মন্দ, সবলতা-দুর্বলতা, ইতিবাচক-নেতিবাচক ইত্যাদি দিক বিচার বিশ্লেষণ করার মত ক্ষমতা লাভ করে।

এ পদ্ধতির সমালোচনায় বলা হয়, এ পদ্ধতিতে ভাষা দক্ষতা আনয়নে একটি শব্দকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কখনো কখনো একটি শব্দের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করা যায় না, ভাষা শেখার নির্দিষ্ট কোন প্রাইমার এবং অনুশীলনী ছিলনা এমনকি এ পদ্ধতিতে শিক্ষাকর্মীকে অনেক কৌশলী হতে হয় তা না হলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা যায় না। এরূপ বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা এ পদ্ধতির মধ্যে নিহিত ছিল।

অভিজ্ঞতা নির্ভর ভাষা পদ্ধতি

বয়স্কদের মুখের কথা, জীবনের কথা ব্যবহার করে তাদের ভাষা শেখার প্রক্রিয়াই হলো অভিজ্ঞতা নির্ভর ভাষা পদ্ধতি। শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ একটি অনুচ্ছেদের

মাধ্যমে ভাষা শিক্ষার প্রক্রিয়াই অভিজ্ঞতানির্ভর ভাষা পদ্ধতি।এ পদ্ধতিতে দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দ এবং বাক্য নিয়ে এমনভাবে আলোচনার করা হতো যে বয়স্ক শিক্ষার্থীরা মুখস্ত করে শেখার প্রক্রিয়ায় থেকে বের হয়ে শিখতে পরতো। এ সাক্ষরতা পদ্ধতিকে একটি মিশ্র পদ্ধতিও বলা যায় (হাবিবুর রহমান, ২০১৫)।

এ পদ্ধতিতে অনুচ্ছেদ ও ছবি থেকে বাক্য, বাক্য থেকে শব্দ, শব্দ থেকে শব্দাংশ এবং সবশেষে বর্ণ ও চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। শিক্ষার্থীগণ প্রচলিত নাম না শিখে বর্ণকে তার উচ্চারণ দ্বারা শনাক্ত করেন। 'ন' এখানে দন্ত অংশ বাদ দিয়ে উচ্চারণ করা হয় আবার চিহ্নগুলোকে শুধু পরিচয় করানোর সময় উচ্চারণ দেখানো হয়, এরপর থেকে বর্ণও চিহ্ন মিলে যে শব্দাংশ হয় তা চর্চা করানোর মাধ্যমে শেখানো হয়। প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা সিলেবল চর্চা করে শব্দ ভাঙার প্রয়োজন হলে সিলেবল দিয়ে ভাঙেন যার ফলে যে কোনো শব্দ উচ্চারণ সহজতর হয়। ভাষা শিক্ষাকে বয়স্কদের কাছে সহজ, বোধগম্য ও আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য বাক্যগঠনে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক শব্দাবলি ব্যবহার করা হতো। শিক্ষার্থীদের 'মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় পড়া ও লেখার দক্ষতা যাচাই করা হতো, প্রথমে ঠিকানা লেখা তারপর চিঠি লেখার স্পেস, পড়ার অংশে ছিল ৫০টি শব্দের একটি অনুচ্ছেদ- প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় ধরে এই মূল্যায়ন করা হত' (রহমান, ২০১৭ : ৩৪)।

এ পদ্ধতিতে বয়স্কদের ভাষা দক্ষতা আনয়নে এফআইভিডিবিসহ আরো অনেক এনজিও কাজ করেছে এবং তুলনামূলক ভাল ফলাফল পেয়েছে। ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে কিছু সংখ্যক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে ব্যবহার করা হয় এবং কার্যক্রমগুলো প্রকল্পভিত্তিক হওয়ায় প্রকল্পককলীন সময়ের পর বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়নি।

রিফ্লেক্ট বা অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা পদ্ধতি

রিফ্লেক্ট দরিদ্র ও প্রান্তিক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ভাষা সাক্ষরতা ও ক্ষমতায়নের একটি উদ্ভাবনীমূলক এ্যপ্রোচ যা ইতোমধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত। রিফ্লেক্ট একটি উদ্ভাবনমূলক বয়স্ক শিক্ষা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত নাম। পুরো নাম হলো Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community Techniques (REFLECT)। রিফ্লেক্ট ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি এবং বিখ্যাত উন্নয়নবিদ রবার্ট চেম্বার এর শিক্ষা উন্নয়ন তত্ত্বের একীভূত রূপ। এই পদ্ধতিতে ২৫ থেকে ৩০ জনের দলকে একটি সার্কেল বলা হয়। রিফ্লেক্ট সার্কেলগুলোতে মাতৃভাষায় লেখা-পড়ার কাজটি শুরু হয় অংশগ্রহণকারীদের তৈরীকৃত মানচিত্র, পঞ্জিকা, নকশা, বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক ছক ইত্যাদির বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এসব উপকরণে স্থানীয় বাস্তবতা, শিক্ষার্থীর নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় সমস্যা প্রতিফলিত হয়। অংশগ্রহণকারিদের ভাষাগত অভিজ্ঞতা থেকে মূল শব্দ (Key word) এবং সৃজনশীল শব্দ (Generated word) বের করে আনা হয়। শিখন শেখানো পদ্ধতি হিসেবে একক

পঠন, দলীয় পঠন, বোর্ড পড়া, কোন বিষয় পড়া, বুঝে পড়া, নিজের লেখা পড়া, অন্যের লেখা পড়া, সৃজনশীল লেখা, দেখে লেখা, পাঠ থেকে পড়ে লেখা ও বিশেষ উদ্দেশ্যে লেখা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। তৈরীকৃত মানচিত্র থেকে পড়া ও লেখা শেখার কৌশল নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১ম ধাপ : প্রথমে অংশগ্রহণকারীরা বড় কাগজে আঁকা মানচিত্রটি নিজ নিজ খাতায় তুলবেন।

২য় ধাপ : মানচিত্র নিয়ে আলাপ আলোচনার সময় যে- শব্দগুলো এসেছিল যেমন- ঘর-বাড়ি, অংশগ্রহণকারীদের তা মনে করিয়ে দেবেন সহায়ক। তারপর বোর্ডে ঘর-বাড়ির ছবি এঁকে, নিচে বড় বড় অক্ষরে 'ঘর-বাড়ি' শব্দটি লিখবেন। অংশগ্রহণকারীরা বারবার শব্দটি পড়বেন এবং নিজ নিজ খাতায় তা লিখবেন। এরপর সহায়ক

- বসত ও বাড়ি শব্দ ২টি আলাদা করে লিখে অংশগ্রহণকারীদের পড়তে বলবেন।
- এরপর শব্দ ২টির প্রতিটি বর্ণ ফাঁক করে লেখা হবে এবং অংশগ্রহণকারীদের পড়তে বলবেন।
- ব, স ও ত বর্ণ ৩টি একইভাবে রেখে বা থেকে এবং ড়ি থেকে চিহ্ন আলাদা করে লিখবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের পড়তে সহায়তা করবেন। উদাহরণসরূপ

মূল শব্দ	বর্ণ	চিহ্ন
বসতবাড়ি	ব স ত ব ড়	া ি

৩য় ধাপ: সহায়ক উপরের ধাপ অনুসরণ করে পড়তে সহায়তা করবেন। এরপর নিচের ছক অনুসারে 'ব', 'স', 'ত' ও 'ড়' এর সাথে 'া' ও 'ি' যোগ করে কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় তা অংশগ্রহণকারীদের অভ্যাস করাবেন।

বা	সা	তা	ড়া
বি	সি	তি	ড়ি

৪র্থ ধাপ: এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বোর্ডে এসে উপরের ধাপ অনুসারে পড়তে অনুরোধ করবেন এবং খাতায় লিখতে বলবেন।

৫ম ধাপ : সহায়ক প্রত্যেকটা শব্দাংশ আলাদা আলাদা করে কাগজে লিখে মাটিতে ছড়িয়ে দেবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করবেন এগুলো দিয়ে নতুন শব্দ বানাতে। যখন কেউ পারবেন তখন অন্যরা তা খাতায় তুলে নেবেন।

রিফ্লেক্ট পদ্ধাতিতে শুধু ভাষা সাক্ষরতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়নি বরং ক্ষমতায়নের সম্পূরক ও পরিপূরক শক্তি হিসেবে সাক্ষরতাকে দেখা হয়েছে। 'একটি সুকাঠামোবদ্ধ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে রিফ্লেক্ট দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে আসছে' (রানা ও অন্যান্য, ২০১০)। রিফ্লেক্ট প্রক্রিয়ায় শুধু ভাষা সাক্ষরতা বলতে যা বোঝায় শুধু তাই নয় বরং এ প্রক্রিয়া আরো বৃহত্তর পরিসরে বিস্তৃত। একশন এইড বাংলাদেশ পরিচালিত 'রিফ্লেক্ট এ্যাপ্রোচ-এ সাক্ষরতা চর্চার প্রকৃতি নিরূপণ' গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অনেক কম সময়ে ও সহজে সাক্ষরতার তিনটি দক্ষতা (3Rs) পড়া, লেখা ও গণনা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তথাপিও উক্ত গবেষণায় এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে বয়স্ক লোকেরা তাদের শিখন অপেক্ষাকৃত দ্রুত ভুলে যায় তাই রিফ্লেক্ট প্রক্রিয়ায় ভাষা সাক্ষরতার সাথে সাথে অব্যাহত শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে সাক্ষরতা টেকসই হয় না।

সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এন্ড্রাগোজির বিভিন্ন পদ্ধতির উপর সার্বিক আলোচনা

বর্তমানে একজন সাক্ষর ব্যক্তি যেমন একটি রাষ্ট্রের সম্পদ তেমনি ব্যক্তি নিজেও আত্মনির্ভরশীল এক নাগরিক হিসেবে গণ্য।সরকারি হিসাব মতে বাংলাদেশে বয়স্ক (১৫ বছর ও তদুদ্ধ বয়সী) সাক্ষরতার হার ৭৪.৭ শতাংশ (MoPME, 2020, প্রথম আলো, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ প্রকাশিত)।বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায় স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েসাক্ষরতার হার ছিলো ১৯৭১ সালে ১৬.৮%, ১৯৮১ সালে ২৯.৯% ১৯৯১ সালে ৩৫.৩%, ২০০১ সালে ৪৭.৫%, ২০১১ সালে ৫৮.৮ শতাংশ, ২০১৮ সালে ৭৩.৯% (বিবিএস, ২০১৮)। যদিও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে মাতৃভাষায় পড়তে, লিখতে ও হিসেব করতে পারার সক্ষম বয়স্ক ব্যক্তি বেড়েছে। তথাপি ১০০% সাক্ষরতার হার অর্জন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ ছাড়াও 'বয়স্ক সাক্ষরতায় বিশ্বে এখনও উল্লেখযোগ্য (১০২ মিলিয়ন) সংখ্যক যুব ও বয়স্ক রয়েছে যাদের বিশেষ করে মৌলিক সাক্ষরতা দক্ষতায় ঘাটতি রয়েছে' (মালেক, ২০১৮)। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশে শিক্ষা পরিকল্পনায় একটি জাতির সকলকে অন্তর্ভূক্ত না করে শুধু শিশুদের শিক্ষার উপর আলোকপাত করে নিরক্ষরতা দূরীকরনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ফলে, তখন থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয় শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের উপর। বয়স্কদের লেখা-পড়ার উপর কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে এটা অত্যন্ত জরুরী যে শিশুর শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে কিন্তু শিশু শিক্ষাকে সুসংহত করতে একটি সাক্ষর পারিবারিক পরিবেশের প্রয়োজনয়িতা অপরিহার্য (রানা ও অন্যান্য, ২০১৩ : ৩১) এটিও অনুধাবন করা গেছে অনেক পরে। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশগুলির মতো বংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই প্রধানত দরিদ্রতার কারনে স্কুলে যেতে পারেনা কিংবা স্কুলে গেলেও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র (Primay cycle) সমাপ্ত করার পূর্বেই ঝরে পড়ে (dropout) (লতিফ, ২০১৩ : ৩)।

এসকল স্কুলে না যাওয়া এবং ঝরে পড়া শিশুরা এক পর্যায়ে নিরক্ষর থেকে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর কাতারে সামিল হয়। ফলে প্রতি বছর বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৯০ সালে জমতিয়েনে শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলন এর প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী বয়স্ক ব্যক্তির ভাষা-সাক্ষরতা প্রদানের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে কিভাবে ভাষা-দক্ষতা প্রদান করা যায় তা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা চলতে থাকে। শুরুতে বয়স্কদের ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ব্যবহৃত প্যাডাগোজির বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা উদ্যোক্তারা অনুধাবন করতে শুরু করল শুধু প্যাডাগোজির মাধ্যমে বয়স্কদের ভাষা শিক্ষাদান খুবই কষ্টকর।এই শিখন প্রক্রিয়া শিশুদের যেমন বয়স্কদের জন্য একই রকম নয়। গবেষণায় দেখা গেছে কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন।এ প্রসংগে আ ন স হাবিবুর রহমান (২০১৭) বলেন, 'শুরুর দিকে আমরা একটি বিষয় প্রতিষ্ঠিত করতাম যে, শিশুদের শিক্ষাদান আর বয়স্কদের শিক্ষাদান কখনো এক হতে পারে না'। যে কারণে বর্ণানুক্রমিকপদ্ধতি, শাব্দানুক্রমিক পদ্ধতি, বাক্য পদ্ধতি, ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বয়স্কদের অনুপ্রানিত করতে পারেনি। কারণ 'বয়স্ক লোকেরা সম্পূর্ণ নতুন জীবনযাত্রার শিক্ষায় উত্তরণ ঘটানোর সাথে তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হতে পারে না। তাদের জীবনের একটি ধারা তৈরী হয়ে থাকে। তারা চায় জীবনের চলমান গতিধারার সাথে কোন নতুন শিক্ষা কার্যক্রমকে খাপ খাওয়াতে (হক, ১৯৮৩ : ৭২)। তাই বয়স্ক ব্যক্তির ভাষা সাক্ষরতা প্রদানে শিশু-শিখনপদ্ধতি বা Pedagogy-এর পরিবর্তে এদেশে বয়স্ক শিক্ষার পদ্ধতি বা Andragogy উদ্ভাবন ও বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। বাংলাদেশে বয়স্কদের সাক্ষরতা প্রদানে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন ব্র্যাক, প্রশিকা, এফআইভিডিবি, একশন এইড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সীমিত পরিসরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিকে ভাষা দক্ষতা প্রদানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে তা লক্ষ্য করা যায়। "১৯৮৭ সালে সরকারিভাবে ছোট একটি গণশিক্ষা কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং উপজেলা পরিষদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে ৪৩টি উপজেলায় ১৫টি এনজিও এর মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় (লতিফ, ২০১৩ : ২৮)"। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম নামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরনে সাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহণের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম শুরু হয়। এ সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার স্থায়ী অবকাঠামো 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর' এবং বর্তমানে এ দপ্তরটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো নামে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকারের এই প্রতিষ্ঠানটি ঝরে পড়া শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পরপর সাক্ষরতা কার্যক্রমে উদ্যোক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক- বয়স্ক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে সাক্ষরতা কার্যক্রম শুরু করে। এর পরবর্তীতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বয়স্ক শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনে সহায়তা করে। শুরুর দিকে বয়স্কদের ভাষা সাক্ষরতা কার্যক্রমে ব্যবহৃত পদ্ধতি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচিতি পেয়েছিল, যেমন: কুমিল্লা পদ্ধতি (মূখ্য শব্দ পদ্ধাতি), ব্র্যাক পদ্ধতি (ধারণা সঞ্চারী শব্দ পদ্ধতি), এফআইভিডিবি পদ্ধতি (মিশ্র পদ্ধতি) ইত্যাদি। ১৯৮০ সালের শেষ দিকে কুমিল্লা পদ্ধতি ও ব্র্যাক পদ্ধতির সাফল্য মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখা যায় 'ব্র্যাক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের সচেতনতার স্তর অনেক ভাল কিন্তু তাদের বেশির ভাগই নাম ঠিকানা লেখায় বেশি এগুতে পারে না। অন্যদিকে কুমিল্লা পদ্ধতির শিক্ষার্থীরা বর্ণ-চিহ্ন ঠিকই শেখে কিন্তু পড়া ও লেখায় তা কমই প্রয়োগ করতে পারে। তাদের সচেতনতার স্তরও অনেক নিচে। দুটি পদ্ধতিতেই ঝরে পড়ার হার ছিল বেশি' (হাবিবুর রহমান, ২০১৭)। এই তুলনা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয় যে, বাংলাদেশে দরিদ্র নারী-পুরুষের জন্য এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে যাতে লেখা-পড়া ও সচেতনতার স্তরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে। আর ঝরে পড়া রোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকে। পরবর্তিতে পাওলো ফেইরীর ধারনা সঞ্চারী মূখ্য শব্দ পদ্ধতি, বরাট চেম্বারের অংশগ্রহণমূলক গ্রামীন সমীক্ষা (participatory rural apprisal), উক্ত দুই পদ্ধতি সমন্বয়ে গঠিত রিফ্লেক্ট এ্যাপ্রোচ, ডেভিড কোব এর অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখনতত্ত্ব (Experiential learning theory), ইউনেস্কোর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম কর্তৃক উদ্ভাবিত এ্যাপিল (Appeal) পদ্ধতি ইত্যাদি পদ্ধতি বয়স্ক ব্যক্তির ভাষা সাক্ষরতা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায়, সচেতনতাশ্রয়ী বয়স্ক ভাষা সাক্ষরতা পদ্ধতির প্রভাবে বয়স্কদের ব্যক্তিগত জীবন যাপনকেই উন্নত করেনি বরং চারপাশের সবাইকে আলোচিত করতে কাজে লেগেছে।

উপসংহার

নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ভাষা-সাক্ষরতা আনয়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ করা হলেও কোনটিই এখন পর্যন্ত সামগ্রিক সফলতা অর্জন করতে পারেনি। 'বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের সাক্ষরতা পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন আনা যায় এমনটি নয়। তবে এর প্রভাব যথেষ্ট পড়ে বলে প্রমানীত' (হাবীবুর রহমান, ২০১৭. ৪২)। আর তাই Andragogy বা বয়স্ক শিখনতত্ত্ব বা পদ্ধতির আরো বহু গবেষণা প্রয়োজন। কারণ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এখনও দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার মত ভয়াবহ দুটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে বসবাস করছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে নিয়েই আমাদের ভিশন ২০৪১ এ উন্নত রাষ্ট্র গঠনে এগিয়ে যেতে হবে। সে জন্য প্রয়োজন দেশের প্রান্তীক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ভাষা সাক্ষরতা, সচেতনতা, কর্মদক্ষতা সহ একবিংশ শতাব্দীর যোগাযোগ ও প্রযুক্তি দক্ষতা। আর এ সকল জ্ঞান, দক্ষতা,

দৃষ্টিভঙ্গি, যোগ্যতা নিশ্চিত করতে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন বিকল্প পরিকল্পনা ও এন্ড্রাগোজির ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন, ব্যবহার এবং উন্নয়নে এর ভূমিকা নিরূপন করা। পরিশেষে বলা যায়, টেকসই উন্নয়নের জন্য সাক্ষর সমাজ (Literate society) থেকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে (Knowledge based society) উত্তরণে জীবনব্যপী শিখন (Lifelong learning) এর পরিসর রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

ইসলাম, রিজাওয়ানুল। (২০১৮)। *উন্নয়নের অর্থনীতি*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

লতিফ, আবু হামিদ। (২০১৩)। *উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা: বাংরাদেশ ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত*। ঢাকা: অর্ক প্র. লি.

লতিফ, আবু হামিদ (২০০৩)। *শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা*। ঢাকা : প্যাপিরাস প্রকাশনী

লতিফ, আবু হামিদ, (২০০১)। *বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা*। ঢাকা : অক্সপোজ মিডিয়া

লতিফ, আবু হামিদ। (২০০৭)। *শিক্ষা, শিখন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ*। ঢাকা : অর্ক প্র.লি.

মুসা, মনসুর। (২০১২)। *শিক্ষা ভাষা ও ভাষা শিক্ষা*। ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী

রহমান, আ. ন. ম হাবীবুর। (২০১৭) *ফিরে লেখা : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তিন যুগ*। ঢাকা : ত্রয়ী প্রিন্টিং প্রেস

রহমান, ম. হাবিবুর (প্রধান সম্মা:)। (২০০৩)। *শিক্ষাকোষ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

দাশ, তপন কুমার, (২০০৫)। *সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা*। ঢাকা : গণসাক্ষরতা অভিযান।

রহমান, ম, হাবিবুর। *বয়স্ক শিক্ষা পদ্ধতির বিবর্তন:ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*। সাক্ষরতা বুলেটিন।

হক, শামসুল। (১৯৮৩)। *বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গ*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মালেক, মো. আব্দুল। ২০১৮। *সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন: সমন্বিত কৌশল, বংলাদেশের চেলেঞ্জ।*

মমতাজ লতিফ। (২০০২)। *বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা - শিক্ষাক্রম প্রসঙ্গে*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

রানা মো. সোহেল ও অন্যান্য। (২০১৩)। *একশন এইড বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত রিফ্লেক্ট অ্যাপ্রোচ এ সাক্ষরতা চর্চার প্রকৃতি নিরূপন*। (সম্পা:) আবু হামিদ লতিফ। বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী।

লতিফ, আবু হামিদ, (২০০৫)। *শিক্ষার স্বরূপ অন্বেষা : সেকাল একাল*। ঢাকা: বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী।

রহমান, মোহাম্মদ মজিবুর। (২০১০)। *রিফ্লেক্ট : জীবন ব্যাপী শিক্ষার একটি অংশগ্রহণমূলক পন্থা।* (সম্পা:) আবু হামিদ লতিফ। বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী, প্রথম সংখ্যা।

শেখ, মোঃ দেলোওয়ার হোসেন। (২০১৭)। *শিক্ষা ও উন্নয়ন*। ঢাকা

Delors, Jacques (1996). *Learning: The treasurewithin*: report to UNESCO of the international commission on education for twenty-thirst century

Faure Adgar (1972). *Learning to be : The world to Education today and tomorrow*. UNESCO Paris

Freire, Paulo (1972). *Pedagogy of the oppressed*. England: Penguia Books Ltd.

Harbison, Frederick and Charles A. Myers, (1964) *Education, Manpower and Economic Growth: Strategies of Human Resource Development*, New York, Retrived from https://doi.org/10.2307/1236605

Henschke, J. A. (2009), *A Perspective on the History and PhilosoplIY of Andragogy: An International Sketch*, American Association for Adult and Continuing

Henschke, J. A. (2009) EdD, *Beginnings of the History and Philosophy of Andragogy 1833-2000*, IACE Hall of Fame Repository Retrived from http://works.bepress.com/john_henschke/22

Reischmann, Jost (2017*), Lifewide learning – Challenges for Andragogy*, Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation

Knowles, Malcom (1984). *Adult learning: A neglected Specias* (3rded). Houston : Gulf publishing.

Kurt, S. (2020), *Andragogy Theory – Malcolm Knowles, in Educational Technology*, Retrieved from https://educationaltechnology.net/andragogy-theory-malcolm-knowles/

Reischmann, Jost (2017), *Andragogik, Andragogy, and Administering Graduate Programs : Mapping the field of adult & continuing education*. Vol. Three. Stylus Publishing, Retrieved from http://www.reischmannfam.de/lit/Jr-lit-einspaltig.html

UNESCO, (19920), *Asia Pasific Program of Education for All Trainning Materials for Literacy Personel* (Volumn-1), Bangkok

Yeasmin, sabrina and others, (2012) *Paulo Freire and Critical Literacy : Relevauce for Bangladesh.* Bangladesh Education Journal (BAFED).